রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৯ সনের ৪ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২৪, ২০১৯

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৫—৫৬
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৫—৯৬
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৮৫—৮৩৪
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) ..... সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) ..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) ..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) ..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) ..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৬ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৩.০৭৬.০৪৬.৪০.০০.০০১.২০১৮-০৯—জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৫নং আইন) এর ২৬(১) নং ধারার বিধান অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ০৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ এর প্রজ্ঞাপন নং শকম/অধিশাখা-৮/জাঃদক্ষতা/ ২০০৮/বি-১ এর অধীনে স্থাপিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ বিলুপ্ত করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করা হইল।

০২। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৮ এর ধারা ২৬(২) ও (৩) অনুযায়ী জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক কৃত কোন কাজ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা, সিদ্ধান্ত, প্রণীত নীতিমালা, ইস্যুকৃত কোন আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোন অনুমোদন বা নোটিশ, সম্পাদিত দলিল বা চুক্তিপত্র বা চলমান কোন কাজ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ এর অধীন কৃত, গৃহীত, প্রণীত, ইস্যুকৃত, প্রদত্ত, সম্পাদিত বা চলমান বলিয়া গণ্য হইবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তিতে বা উহা হইতে উদ্ভূত অন্য সকল অধিকার ও স্বার্থ, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, বিনিয়োগ, সকল হিসাব বহি, রেকর্ড এবং অন্যান্য দলিল জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

০৩। পরিষদের সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি কর্তৃপক্ষের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে। পরিষদের বিরুদ্ধে বা তদ্‌কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী উহা নিষ্পত্তি হইবে।

০৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজিবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ : ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৫/২৯ নভেম্বর ২০১৮

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০৫৯.১৮-৯৪৬—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ ফয়সাল শাহ্ (পরিচিতি নং-৫৭৯৯) গত ২১-১০-২০১৮ তারিখ রবিবার ভোর রাত ০৩.৫৪ ঘটিকায় ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ..... রাজিউন)।

০২। জনাব মোঃ ফয়সাল শাহ্ ০১ জানুয়ারি ১৯৬৮ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ০১ এপ্রিল ১৯৯৩ তারিখে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে সরকারের যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সর্বশেষ 'অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

০৩। জনাব মোঃ ফয়সাল শাহ্ দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ন, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও এক কন্যাসহ আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

০৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব মোঃ ফয়সাল শাহ্ এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

ফয়েজ আহম্মদ
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১০ ডিসেম্বর ২০১৮

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৪.১৭-৭০৩—কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন ১৯৯৮ এর ৯(১)(খ) ধারা অনুযায়ী বেগম কামরুন নাহার আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (পিআরএল ভোগরত) এর স্থলে জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ- কে ০৩ (তিন) বছরের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১৭.১৭-৭০৪—ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪ এর ৭(১)(খ) ধারা অনুসারে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর পরিবর্তে একই বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব এ.বি.এম রুহুল আজাদ-কে উক্ত কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত, তবে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মহিন উদ্দিন
সহকারী সচিব।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ ডিসেম্বর ২০১৮

নং ৫৩.০০.০০০০.৪৩১.৯৯.০১০.১৮-৮২০—আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ১১-০৪-২০১৭ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৪৩১.৯৯.০১০. ১৭-২১৯ ও ২২০ নং প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে এসডিএফ-এর সাধারণ পর্ষদ এবং পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে জনাব এম.আই. চৌধুরী-এর দ্বিতীয় মেয়াদ ০৮-০৪-২০২০ তারিখ পর্যন্ত নির্দেশক্রমে বর্ধিত করা হ'ল।

মুর্শেদা জামান
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ : ২৬ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-৭০/১৩-৬৭৪—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব পরিমল চন্দ্র শীল, পিতা-স্বর্গীয় জগদীশ চন্দ্র শীল, মাতা-গীতা রানী শীল, গ্রাম-করটিয়া, ডাকঘর-করটিয়া, উপজেলা-টাঙ্গাইল সদর, জেলা-টাঙ্গাইল এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলার সদর পৌরসভা, করটিয়া, গালা, বাঘিল, পোড়াবাড়ী এবং মগড়া ইউনিয়নের জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত/মৌখিক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৭৫/০৪-৬৭৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ আল-আমিন, পিতা-মৃত আব্দুল মজিদ, মাতা-মৃত তহমিনা বেগম, গ্রাম-দলুয়াগছ, ডাকঘর- দেবনগর, উপজেলা- তেঁতুলিয়া, জেলা-পঞ্চগড় এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার ০৭ নং দেবনগর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-৫০/২০০৪-৭১৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব সুহাইন হোসাইন, পিতা-হেমায়েত উদ্দিন, মাতা-আছিয়া বেগম, গ্রাম-উরফি, ডাকঘর-মানিকহার, উপজেলা-গোপালগঞ্জ সদর, জেলা-গোপালগঞ্জ এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ০৭ নং উরফি ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-৫০/২০০৪-৭২০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব আব্দুল্লাহ, পিতা-মোয়াজ্জেম খান, মাতা-জুলেখা বেগম, গ্রাম-সিঙ্গারকুল, ডাকঘর-বর্ণি, উপজেলা-গোপালগঞ্জ সদর, জেলা-গোপালগঞ্জ এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ১৯ নং রঘুনাথপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-০৫/৮৯-৭২১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব সহিদ উল্লাহ, পিতা-মৃত ওয়াজেদ আলী, মাতা-সুফিয়া আক্তার, গ্রাম-গরমা, ডাকঘর-বারহাট্টা, উপজেলা-বারহাট্টা, জেলা-নেত্রকোনা এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলার ০৩ নং বারহাট্টা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহ্‌মেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫/২৫ নভেম্বর ২০১৮

নং ১খ-৩/৭৯/ডি-১(অংশ-১০)/৪৪৩—বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে বীরত্বপূর্ণ/সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য পদক, এককালীন অনুদান ও ভাতা প্রদান বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ে ১৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখের ১খ-৩/৭৯/ডি-১(অংশ-১০)/১৫৩০(২) স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ-১(৩)-এ বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে বীরত্বপূর্ণ/সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাসিক ভাতার হার নিম্নরূপভাবে পুনর্নির্ধারণ করা হলো :

ক্রমিক নম্বর	খেতাব/পদকের নাম	মাসিক ভাতা (টাকা)	
		পূর্বের হার	পুনঃ নির্ধারিত হার
১	বীর উত্তম	৪,০০০.০০	১০,০০০.০০
২	বীর বিক্রম	৩,০০০.০০	৭,৫০০.০০
৩	বীর প্রতীক	২,০০০.০০	৫,০০০.০০

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। এ বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় সশস্ত্র বাহিনী/ সেনাবাহিনীর অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট হতে সংকুলান করতে হবে।

৩। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখের ১খ-৩/৭৯/ডি-১(অংশ-১০)/১৫৩০(২) স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল অংশ অপরিবর্তিত থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহম্মদ আশরাফ আলী ফারুক
যুগ্মসচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৫/০৯ ডিসেম্বর ২০১৮

নং ৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০৪.১৮-২১০—২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক "গবেষণা মঞ্জুরি" খাতের 'প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পে' অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই/নির্বাচন এবং সুপারিশ প্রদানের জন্য জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও পুষ্টিবিদ্যা বিষয়ে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক :

১। অধ্যাপক ড. নিলুফার নাহার, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সদস্য :

২। ড. শাহিনা ইসলাম, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ড. কুদরত-এ খুদা সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা।

সদস্য-সচিব :

৩। মোঃ রবিউল ইসলাম, যুগ্মসচিব, অধিশাখা-১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রবিউল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৯ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৩ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪২.০০.০০০০.০৩৫.১৪.০০৯.১৮-৪০২—বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলাধীন আপার ভদ্রা, হরিহর নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পাশ্ববর্তী খালগুলির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা সমাধান ও সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি :

১। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ :

২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৪। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫। যুগ্ম-প্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৬। যুগ্ম-প্রধান, সেচ উইং, কৃষি, পানিসম্পদ, ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৭। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৮। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৯। প্রধান পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১০। প্রধান প্রকৌশলী (নকশা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১১। উপ-সচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১২। উপ-প্রধান-২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৩। এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের প্রতিনিধি

১৪। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধি

১৫। কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি

১৬। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি

১৭। প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সদস্য-সচিব

১৮। সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা-৪, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

০২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় উদ্ভূত সমস্যার সমাধান এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করা;
- নির্দেশনা দিতে অথবা প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়;
- কমিটি প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার সভা আহ্বান করবে;
- কমিটি প্রয়োজনে সদস্য/সদস্যদের co-opt করতে পারবে।

নং ৪২.০০.০০০০.০৩৫.১৪.০১৮.১৮-৪০৩—বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে আত্রাই নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও নদীতীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা সমাধান ও সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি :

১। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ :

২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৪। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫। যুগ্ম-প্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৬। যুগ্ম-প্রধান, সেচ উইং, কৃষি, পানিসম্পদ, ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৭। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৮। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৯। প্রধান পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১০। প্রধান প্রকৌশলী (নকশা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১১। উপ-সচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১২। উপ-প্রধান-২, পানি সম্পদ মন্তণালয়

১৩। এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের প্রতিনিধি

১৪। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধি

১৫। কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি

১৬। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি

১৭। সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা-৩ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সদস্য-সচিব

১৮। প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

০২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় উদ্ভূত সমস্যার সমাধান এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করা;
- নির্দেশনা দিতে অথবা প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়;
- কমিটি প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার সভা আহ্বান করবে;
- কমিটি প্রয়োজনে সদস্য/সদস্যদের co-opt করতে পারবে।

নং ৪২.০০.০০০০.০৩৫.১৪.০১৪.১৮-৪০৪—বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন উপজেলাধীন পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা সমাধান ও সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি :

১। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ :

২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৪। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫। যুগ্মপ্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৬। যুগ্মপ্রধান, সেচ উইং, কৃষি, পানিসম্পদ, ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৭। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৮। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৯। প্রধান পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১০। প্রধান প্রকৌশলী (নকশা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১১। উপসচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১২। উপপ্রধান-২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৩। এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের প্রতিনিধি

১৪। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধি

১৫। কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি

১৬। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি

১৭। সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা-০৪ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সদস্য-সচিব

১৮। প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

০২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় উদ্ভূত সমস্যার সমাধান এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করা;
- নির্দেশনা দিতে অথবা প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়;
- কমিটি প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার সভা আহ্বান করবে;
- কমিটি প্রয়োজনে সদস্য/সদস্যদের co-opt করতে পারবে।

নং ৪২.০০.০০০০.০৩৫.১৪.০১৬.১৮-৪০৫—বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ফরিদপুর জেলার আড়িয়াল খাঁ নদীতীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা সমাধান ও সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি :

১। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ :

২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৪। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫। যুগ্মপ্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৬। যুগ্মপ্রধান, সেচ উইং, কৃষি, পানিসম্পদ, ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৭। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৮। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৯। প্রধান পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১০। প্রধান প্রকৌশলী (নকশা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১১। উপসচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১২। উপপ্রধান-২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৩। এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের প্রতিনিধি

১৪। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধি

১৫। কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি

১৬। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি

১৭। সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা-০৪ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সদস্য-সচিব

১৮। প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

০২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় উদ্ভূত সমস্যার সমাধান এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করা;
- নির্দেশনা দিতে অথবা প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়;
- কমিটি প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার সভা আহ্বান করবে;
- কমিটি প্রয়োজনে সদস্য/সদস্যদের co-opt করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোছাঃ নূরজাহান খাতুন
উপসচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত]

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৫/০৩ ডিসেম্বর ২০১৮

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৫.০৬.০১০.১৮-১৫৯—নজরুল ইনস্টিটিউটের কর্ম পরিচালনা ও প্রশাসনিক বিষয়াদি সম্পন্ন করার নিমিত্ত কবি নজরুল ইনস্টিটিউট আইন ২০১৮ এর ৬নং বিধি অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ০৩ (তিন) বছরের জন্য বোর্ড অব ট্রাস্টিজ পুনর্গঠন করল :

চেয়ারম্যান :

১। জাতীয় অধ্যাপক, রফিকুল ইসলাম

সদস্যবৃন্দ :

২। অতিরিক্ত সচিব (সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩। বেগম আক্তার কামাল, অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪। জনাব আবদুল কাইয়ুম, নজরুল গবেষক

৫। বেগম খিলখিল কাজী, সদস্য, কবি পরিবার

৬। জনাব খায়রুল আনাম শাকিল, বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত

৭। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব এর নিচে নয়)।

সদস্য-সচিব

৮। নির্বাহী পরিচালক, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট

২। এ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর মেয়াদ ৩০-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে আগামী ০৩ (তিন) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে। বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের কার্যাবলী কবি নজরুল ইনস্টিটিউট আইন ২০১৮ অনুসারে পরিচালিত হবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সায়মা ইউনুস
যুগ্মসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৫/০৩ ডিসেম্বর ২০১৮

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৫.০৬.০১০.১৮-১৫৯—নজরুল ইনস্টিটিউটের কর্ম পরিচালনা ও প্রশাসনিক বিষয়াদি সম্পন্ন করার নিমিত্ত কবি নজরুল ইনস্টিটিউট আইন ২০১৮ এর ৬নং বিধি অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ০৩ (তিন) বছরের জন্য বোর্ড অব ট্রাস্টিজ পুনর্গঠন করল :

চেয়ারম্যান :

১। অধ্যাপক, রফিকুল ইসলাম, প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব লিবারাল আর্টস

সদস্যবৃন্দ :

২। অতিরিক্ত সচিব (সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩। বেগম আক্তার কামাল, অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪। জনাব আবদুল কাইয়ুম, নজরুল গবেষক

৫। বেগম খিলখিল কাজী, সদস্য, কবি পরিবার

৬। জনাব খায়রুল আনাম শাকিল, বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত

৭। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব এর নিচে নয়)।

সদস্য-সচিব

৮। নির্বাহী পরিচালক, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট

২। এ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর মেয়াদ ৩০-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে আগামী ০৩ (তিন) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে। বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের কার্যাবলী কবি নজরুল ইনস্টিটিউট আইন ২০১৮ অনুসারে পরিচালিত হবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সায়মা ইউনুস
যুগ্মসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৫/০৯ ডিসেম্বর ২০১৮

নং ২৩.০০.০০০০.১২০.২২.০০১.১৭-৭০৬—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস (এমইএস)-এর 'এমইএস ফার্নিচার সিডিউল-২০১৮' (সেকশন-'এ' 'বি' 'সি' ও 'ডি') এতদ্বারা প্রণয়ন করা হল।

২। এটি সশস্ত্রবাহিনী ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহের বিভিন্ন স্থাপনায় আসবাবপত্রের প্রাধিকার হিসেবে পরিগণিত হবে।

৩। সেনাসদর, ই-ইন-সি'র শাখা প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখের ০৫.০০.০০০০০.১৬১. ১৫.০০২.০৭-৩৩৪ ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৪ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৫১.০২৮.০৪.২০১৮-৫৪০ নম্বর স্মারক এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে 'এমইএস ফার্নিচার সিডিউল-২০১৮' জারি করা হল।

৪। ১৯২৮ সালে বৃটিশ সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রণীত এবং ভারত ও পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পুনঃমুদ্রিত 'ব্যারাক এন্ড হসপিটাল সিডিউল' এতদ্বারা বাতিল করা হল।

৫। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম
সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৫/০৩ ডিসেম্বর ২০১৮

নং ৪৫.০০.০০০০.১৮২.০৬.০১১.০৮-২৬৯—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২৫-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের জনস্বাস্থ্য-১/ঔষধ-৪১/২০০৮(অংশ-২)/৯৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে ঔষধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া নির্ণয়, মূল্যায়ন ও মনিটর করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও নির্দেশক্রমে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মকর্তা সমন্বয়ে পুনর্গঠিত Adverse Drug Reaction Advisory Committee (ADRAC) আংশিক সংশোধন পূর্বক নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হল :

চেয়ারম্যান :

১. মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ :

২. পরিচালক, (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

৩. পরিচালক (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

৪. পরিচালক (প্রাইমারি হেলথকেয়ার), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।

৫. ডীন, ফার্মেসী অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৬. অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

৭. অধ্যাপক, ফার্মাকোলোজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৮. অধ্যাপক, চর্ম ও যৌন বিভাগ, স্যার সলিমুল্লা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

৯. অধ্যাপক, প্যাথোলজি বিভাগ, ঢাকা মেডিকল কলেজ, ঢাকা।

১০. সদস্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (উপসচিবের নিচে নয়)

১১. ডাঃ নাসিমা পারভীন, ব্যাকটেরিওলজিস্ট, এনসিএল, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা

১২. ভ্যাকসিন বিশেষজ্ঞ, লাইন ডিরেক্টর, এমএনসিএন্ড এএইচ, মহাখালী, ঢাকা

১৩. ভাকসিন বিশেষজ্ঞ, আইসিডিডিআরবি, মহাখালী, ঢাকা

১৪. মাননীয় উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভারসিটি অব হেলথ্ সায়েন্স, BUHS, দারুস সালাম মিরপুর

১৫. প্রতিনিধি, শিশু বিশেষজ্ঞ, শিশু হাসপাতাল, ঢাকা

১৬. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন(বিএমএ), ঢাকা

১৭. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস্ সোসাইটি (বিপিএস), ঢাকা

১৮. প্রতিনিধি, আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

১৯. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি, ঢাকা।

২০. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কনজুমার্স এ্যাসোসিয়েশন (ক্যাব), ঢাকা

সদস্য-সচিব

২১. পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

০২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

1. The committee shall review/assess the causality of Serious Adverse Events evaluated by the technical sub-committee of. ADRAC.
2. The Committee shall make recommendations to the licensing authority (drugs) for necessary regulatory action based on ADR reports data
3. The committee shall develop and review the mechanism of collection ADRs information's & strategy of compilation.
4. The committee shall meet quarterly at DGDA and formulate safety information needed for the health professionals to minimize risk of drugs.
5. Committee shall provide necessary recommendation to DGDA on the basis of safety information/regulatory decision of international authorities/agencies published in WHO newsletter or other important journals.
6. The committee shall co-opt any member or expert if necessary.

০৩। জনস্বার্থে এ কমিটি পুনর্গঠন করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তানভীর আহমেদ
উপসচিব।

নির্মাণ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ ডিসেম্বর ২০১৮

নং ৪৫.০০.০০০.১৫৬.৯৯.০৬১.১৮-৭০৯—স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের 'ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার গোহালা ইউনিয়নের হরিরচর গ্রামে নির্মিতব্য কমিউনিটি ক্লিনিকের নাম 'ডাঃ সিদ্দিক-জেবুন নেছা কমিউনিটি ক্লিনিক' হিসেবে নামকরণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী মাহবুবুল আলম
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
সমবায় অধিদপ্তর
মহিলা, গৃহায়ণ ও বিশেষ দল

অফিস আদেশ

তারিখ : ১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫/১৫ নভেম্বর ২০১৮

নং ৪৭.৬১.০০০০.০২৪.৪০.০২৪.১৮.১৫—সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা এর আদেশ নং-১৯৬, তারিখ : ১৭-০৮-২০১৭ খ্রিঃ মূলে জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, যুগ্ম-নিবন্ধক (এম,আই,এস ও গবেষণা), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকাকে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সমবায় ফেডারেশন লিঃ (রেজিঃ নং-০১, তারিখ : ২৮-০৬-১৯৯৮ খ্রিঃ) ঠিকানা-ভান্ডারী ম্যানসন (দোতলা), ২১৭, বি, নিউসার্কুলার রোড, মগবাজার, ঢাকা এর অবসায়ক নিয়োগ করা হয়। জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অবসরজনিত ছুটিতে (পিআরএল) যাওয়ায় তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হল এবং তাঁর স্থলে জনাব চম্পা জোয়ারদার সহকারী-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকাকে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩) এর ৫৪ (১) ধারার আলোকে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সমবায় ফেডারেশন লিঃ এর অবসায়ক নিয়োগ করা হল। নিয়োগকৃত অবসায়ককে এ আদেশ জারির তারিখ হতে আগামী ২২-০৪-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে অবসায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হল। তিনি প্রতি ১৫ দিন পরপর অবসায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন এ দপ্তরে দাখিল করবেন।

মোঃ ফখরুল ইসলাম
অতিরিক্ত নিবন্ধক।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ৩০ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৩ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৬.১১২.১০(অংশ-১)-১২—State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951)-এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে ঃ

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল.নম্বর	উপজেলা	জেলা	মন্তব্য
০১	লক্ষ্মীনারায়নপুর	০৭	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
০২	বোবারকান্দি	০৮	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
০৩	বৈকুণ্ঠপুর	১০	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
০৪	নেওয়াজেরডগী	১৮	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
০৫	সূর্য্যনারায়ণ বহর	২৬	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
০৬	উত্তর চাকলা	৩৭	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
০৭	জামালপুর	৪৬	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
০৮	সিরাজদিপুর	৭০	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
০৯	মনসদপুর	৭১	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
১০	শুকুরপুর	৭৪	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
১১	আব্দুল্লাপুর	৭৮	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
১২	দক্ষিণ লালপুর	৮৭	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
১৩	উত্তর লালপুর	৮৮	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
১৪	কৃষ্ণরামপুর	১০৬	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
১৫	নিত্যানন্দপুর	১১৬	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
১৬	পূর্ব্ব মনপুর	১১৭	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
১৭	কেল্লার চর	১২৯	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
১৮	নজরপুর	১৩২	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
১৯	শ্যামপুর	১৪৯	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
২০	মুছাপুর	১৫০	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
২১	ধর্ম্মপুর	১৬১	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
২২	পূর্ব্ব নুরপুর	১৬৪	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
২৩	পূর্ব্ব লালপুর	১৬৯	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
২৪	যাদবপুর	১৯৪	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
২৫	শ্রীনদ্দি	১৯৯	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
২৬	নবাবপুর	২১৪	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
২৭	রামবল্লভপুর	২১৫	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
২৮	ফতেজঙ্গপুর	২১৮	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
২৯	গোবিন্দপুর	২২৯	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
৩০	মুরা আমিরাবাদ	২৩১	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
৩১	চর ভুতাখালি	২৩২	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
৩২	ভদ্রগ্রাম	৬৮	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	
৩৩	উত্তর কালিকাপুর	৭৪	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	
৩৪	মিরালীপুর	১৬৬	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	
৩৫	খলিসপুর	২১১	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	
৩৬	আলমপুর	২৩১	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	
৩৭	কামদেবপুর	২৩৩	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	
৩৮	শিমুলিয়া	২৭০	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	
৩৯	উত্তর জাহানাবাদ	২৭৭	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	
৪০	উত্তর রামপুর	২৮২	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	
৪১	কারারপাড়	২৮৯	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	
৪২	বাটরা	২৯৬	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	
৪৩	চর ইলাহি	৩০	কোম্পানীগঞ্জ	কোম্পানীগঞ্জ	
৪৪	চর ইশ্বর রায় (১ম খন্ড)	৪১	হাতিয়া	হাতিয়া	
৪৫	লক্ষ্মীপুর	৪২	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর	
৪৬	রামানন্দি	১১০	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর	
৪৭	কুতুবপুর	১১১	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর	
৪৮	খাজুরতলি	১১৫	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর	

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল.নম্বর	উপজেলা	জেলা	মন্তব্য
৪৯	যাত্রাপুর	১৬৯	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর	
৫০	পূর্ব্ব জাফরপুর	১৯৪	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর	
৫১	ইটখোলা	১৯৯	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর	
৫২	আলিপুর	২১২	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর	
৫৩	পুকুরদিয়া	২৩৩	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর	
৫৪	তোরাবগঞ্জ	২২	রামগতি	লক্ষ্মীপুর	
৫৫	চর সীতা	২৯	রামগতি	লক্ষ্মীপুর	
৫৬	বালুর চর	৩৩	রামগতি	লক্ষ্মীপুর	
৫৭	দক্ষিণ টুমচর	৫৯	রামগতি	লক্ষ্মীপুর	
৫৮	দেয়ানতপুর	২৫	রায়পুর	লক্ষ্মীপুর	
৫৯	বাঘমারা	১৮	ফুলগাজী	ফেনী	
৬০	কহুয়া ওরফে রাজারখিল	৩১	ফুলগাজী	ফেনী	
৬১	নোয়াপুর	৪৮	ফুলগাজী	ফেনী	
৬২	বুধপরগনা	৫১	ফুলগাজী	ফেনী	
৬৩	মির্জ্জানগর	১১	পরশুরাম	ফেনী	
৬৪	চন্দনা দক্ষিণ ডিহী	৪২	পরশুরাম	ফেনী	
৬৫	উত্তর ধনকুন্ডা	৪৫	পরশুরাম	ফেনী	
৬৬	বাহিরচর	৯৯	সোনাগাজী	ফেনী	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল মতিন
যুগ্মসচিব।

[একই তারিখ ও নম্বরের স্থলাভিষিক্ত]

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং **শিম/শাঃ-১১/৩-৯/২০১১/৪০১**

তারিখ : ২০ জুন ২০১২ খ্রিস্টাব্দ / ০৬ আষাঢ় ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

বিষয় : **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২**

ভূমিকা : দেশের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়), কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) মাদ্‌রাসা (দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল) ও কারিগরি দীর্ঘদিন যাবত এক শ্রেণির শিক্ষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোচিং পরিচালনা করে আসছেন। এটি বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা কোচিং বাণিজ্যের সাথে যুক্ত শিক্ষকদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন; যা পরিবারের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপ সৃষ্টি করেছে এবং এ ব্যয় নির্বাহে অভিভাবকগণ হিমশিম খাচ্ছেন। এছাড়া অনেক শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে মনোযোগী না হয়ে কোচিং এ বেশি সময় ব্যয় করছেন। এক্ষেত্রে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা এবং অভিভাবকগণ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ সম্পর্কিত মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৭৩৬৬/২০১১ এর আদেশের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর কোচিং বাণিজ্য বন্ধে একটি গেজেট নোটিফিকেশন বা অন্য কোনোরূপ আদেশ প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি ও হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে সরকার কর্তৃক এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

শিরোনাম :

এ নীতিমালা "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২" নামে অভিহিত হবে।

অনুচ্ছেদ-০১ সংজ্ঞা :—

(ক) **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :** এ নীতিমালায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে সরকারি/বেসরকারি স্কুল (নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক), কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) মাদ্‌রাসা (দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল) ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বোঝাবে।

(খ) **কর্তৃপক্ষ :** কর্তৃপক্ষ বলতে নিম্নোক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে (১) সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত/ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে। (২) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি (৩) প্রযোজ্যক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা বোর্ড ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বোঝাবে।

(গ) **শিক্ষক :** শিক্ষক বলতে উপানুচ্ছেদ (ক) এ বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠদানরত সকল শিক্ষককে বোঝাবে।

(ঘ) **শিক্ষার্থী :** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়নরত সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বোঝাবে।

(ঙ) **অভিভাবক :** অভিভাবক বলতে উপানুচ্ছেদ (ক) এ উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা, পিতা-মাতার অবর্তমানে আইনসম্মত অভিভাবককে বোঝাবে।

(চ) **কোচিং :** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষকের নির্ধারিত ক্লাশের বাইরে বা এর পূর্বে অথবা পরে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে/বাইরে কোনো স্থানে পাঠদান করাকে কোচিং বোঝাবে।

(ছ) **কোচিং বাণিজ্য :** উপানুচ্ছেদ (চ) অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয়/দৈনিক/স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, পোস্টার, লিফলেট, ফেস্টুন, ব্যানার, দেয়াল লিখন অথবা অন্য কোনো প্রচারনার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ভর্তির মাধ্যমে কোচিং কার্যক্রম পরিচালনা করাকে বোঝাবে।

(জ) **প্রাইভেট টিউশনি :** প্রাইভেট টিউশনি বলতে শিক্ষকের নিজ গৃহে কিংবা শিক্ষার্থীর গৃহে পাঠদান বোঝাবে।

(ঝ) **প্রতিষ্ঠান প্রধান :** উপানুচ্ছেদ (ক)এ উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানকে (অধ্যক্ষ, সুপার, প্রধান শিক্ষক) বুঝাবে।

(ঞ) **শাস্তি :** শাস্তি বলতে কর্মরত শিক্ষকগণকে কোচিং বাণিজ্যে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ সাপেক্ষে অনুচ্ছেদ ১৩-এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থাকে বোঝাবে।

২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান কার্যক্রম চলাকালীন শ্রেণি সময়ের মধ্যে কোন শিক্ষক কোচিং করাতে পারবেন না। তবে—

(ক) আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরে শুধুমাত্র অভিভাবকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান প্রধান অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

(খ) এ ক্ষেত্রে প্রতি বিষয়ে মেট্রোপলিটন শহরে মাসিক সর্বোচ্চ ৩০০ (তিনশত) টাকা, জেলা শহরে ২০০ (দুইশত) টাকা এবং উপজেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা রসিদের মাধ্যমে অতিরিক্ত সময় ক্লাস পরিচালনার জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ফি আকারে গ্রহণ করা যাবে যা সর্বোচ্চ ১,২০০ (এক হাজার দুইশত) টাকার অধিক হবে না। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান স্ববিবেচনায় এ হার কমাতে/মওকুফ করতে পারবেন। একটি বিষয়ে মাসে সর্বনিম্ন ১২(বার) টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হতে হবে এবং এক্ষেত্রে প্রতিটি ক্লাসে সর্বোচ্চ ৪০ (চল্লিশ) জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(গ) এই নীতিমালার আওতায় সংগৃহীত ফি প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিয়ন্ত্রণে একটি আলাদা তহবিলে জমা থাকবে। প্রতিষ্ঠানের পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং সহায়ক কর্মচারীদের ব্যয় বাবদ ১০% অর্থ রেখে অবশিষ্ট অর্থ অতিরিক্ত ক্লাসের কাজে নিয়োজিত শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে অতিরিক্ত সময় ক্লাস পরিচালনার অন্যান্য খরচ উল্লিখিত অর্থের বাহিরে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে আদায় করা যাবে না। এছাড়া কোন ক্রমেই উক্ত খাতের অর্থ অন্য কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।

৩। কোন শিক্ষক তার নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে কোচিং করাতে পারবেন না। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে দৈনিক বা প্রতিদিন অন্য যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীমিত সংখ্যক {১০(দশ) জনের বেশি নয়} শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে পারবেন। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে লিখিতভাবে ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা (রোল, শ্রেণি উল্লেখসহ) জানাতে হবে।

৪। কোন শিক্ষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোন কোচিং সেন্টারে নিজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হতে পারবেন না বা নিজে কোন কোচিং সেন্টারের মালিক হতে পারবেন না বা কোচিং সেন্টার গড়ে তুলতে পারবেন না।

৫। কোন শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীকে কোচিং এ উৎসাহিত বা উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করতে পারবেন না। এমনকি কোন শিক্ষক/শিক্ষার্থীর নাম ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন/প্রচারণা চালাতে পারবেনা।

৬। কোন শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীকে কোচিং এ আসার জন্য তার নিজ নামে বা কোচিং সেন্টারের নামে কোন রকম প্রচারণা চালাতে পারবেন না।

৭। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি কোচিং বাণিজ্য রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় প্রচারণা ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় করবেন।

৯। কোচিং সেন্টারের নামে বাসা ভাড়া নিয়ে কোচিং বাণিজ্য পরিচালনা করা যাবে না।

১০। কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণীত নীতিমালায় বর্ণিত পদক্ষেপ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

১১। **মনিটরিং :** কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণিত নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্তভাবে মনিটরিং কমিটি গঠন করা হলো :

(ক) <u>মেট্রোপলিটন/বিভাগীয় এলাকার ক্ষেত্রে</u>

১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) ..... সভাপতি

২। জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি

৩। বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত সরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ

৪। বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ

৫। বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ/সুপার

৬। বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত সরকারি স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক

৭। বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক

৮। বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত তিনজন শিক্ষানুরাগী

৯। উপপরিচালক (সংশ্লিষ্ট অঞ্চল) ..... সদস্য সচিব

(খ) **জেলার ক্ষেত্রে**

১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাংসিক (সার্বিক/শিক্ষা ও উন্নয়ন) ..... সভাপতি

২। জেলা প্রশাসকের চাহিদার প্রেক্ষিতে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি

৩। জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ

৪। জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ/সুপার

৫। জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সরকারি স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক

৬। জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক

৭। জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত তিনজন শিক্ষানুরাগী

৮। জেলা শিক্ষা অফিসার (সংশ্লিষ্ট জেলা) ..... সদস্য সচিব

(গ) **উপজেলার ক্ষেত্রে**

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ..... সভাপতি

২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের চাহিদার প্রেক্ষিতে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি

৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ

৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ/সুপার

৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত সরকারি স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক

৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক

৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত তিনজন শিক্ষানুরাগী

৮। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা) ..... সদস্য সচিব

১২। কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণীত নীতিমালার প্রয়োগ এবং এ ধরনের কাজকে নিরুৎসাহিত করার জন্য সরকার সচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৩। **শাস্তি :**

(ক) এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত কোনো শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তাঁর এমপিও স্থগিত, বাতিল, বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন এক ধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবেন।

(খ) এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিও বিহীন কোনো শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তাঁর প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন এক ধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(গ) এমপিও বিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তাঁর প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন এক ধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) কোচিং বাণিজ্যের সাথে জড়িত শিক্ষক এর বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সরকার পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেয়াসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি, স্বীকৃত, অধিভুক্তি বাতিল করতে পারবে।

(ঙ) সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর অধীনে অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৪। জনস্বার্থে এ নীতিমালা জারি করা হল এবং এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সচিব।